স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ বর্জন ক'রে তিনি লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ গ্রহণ করেছিলেন।

২। লাইবনিজের মতে দ্রব্যের স্বরূপ

(Leibniz's theory of Substance or Monads) :

লাইব্‌নিজ একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক (Rationalist) ছিলেন। দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ডেকার্টের মতে, যাকে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপর কোন জিনিসের উপর নির্ভর করতে হয় না, তারই নাম দ্রব্য। অর্থাৎ দ্রব্য হল স্বাধীন ও স্বনির্ভর। দ্রব্যের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে মাত্র 'একটি দ্রব্যের' কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তি বিবেচনা করেই ডেকার্ট ঈশ্বরকে 'দ্রব্য' নামে অভিহিত করেছেন। কেননা, ঈশ্বর অসীম ও স্বয়ম্ভু এবং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে অপরের উপর অ-নির্ভরশীল। কিন্তু ডেকার্ট ঈশ্বর

ছাড়াও জড় ও মনের দ্রব্যত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, জড় ও মন ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তারা পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য।

স্পিনোজা ডেকার্টের এই ধারণার যুক্তিহীনতা বা ত্রুটি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাঁর মতে, কোন সসীম বস্তুই সর্বতোভাবে অন্য-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই কার্টেজিয় ভুলের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করবার জন্য তিনি দ্রব্যের সংজ্ঞাকে আংশিক পরিবর্তন করেন। তাঁর মতে, দ্রব্য তাই যা স্বনির্ভরশীল ও যাকে অপর বিষয় বাদ দিয়েও জানা যায়। স্বনির্ভরশীলতা (Self-dependence) ও স্ববেদ্যতা (Self-intelligibility)—এই উভয় গুণ থাকলেই তবে কোন বস্তু 'দ্রব্য' আখ্যা পেতে পারে। সসীম বস্তু কখনও স্ববেদ্য হতে পারে না। অতএব দ্রব্য এক ও অসীম।

লাইব্‌নিজ দ্রব্য সম্বন্ধে ডেকার্ট ও স্পিনোজার মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বটে; কিন্তু তিনি দ্রব্যের স্বনির্ভরশীল বা অন্য-নিরপেক্ষ অস্তিত্বের পরিবর্তে তার স্বনির্ভরশীল বা অন্য-নিরপেক্ষ ক্রিয়াশীলতার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। স্পিনোজার মতে দ্রব্য এক ও অসীম; কিন্তু যেখানে মাত্র একটিই দ্রব্য, সেখানে ক্রিয়াশীলতার ব্যাখ্যা কি সম্ভবপর? দ্রব্য যদি অসীম হয়, তা হলে তার আর বিকাশ সম্ভব নয় অর্থাৎ তা নিছক নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল সত্তামাত্র হয়ে পড়ে। অথচ জগতে প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল বিকাশের প্রচুর উদাহরণ দেখা যায়। সুতরাং দ্রব্য এক ও অসীম বলা যায় না। লাইব্‌নিজ এই যুক্তির উপর নির্ভর করে দ্রব্য অনন্ত সংখ্যক (there is an infinite number of substances) বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, জগৎ অজস্র পরম দ্রব্য দ্বারা গঠিত। পরম দ্রব্যসমূহ ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য, স্বনির্ভর ও সক্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক ও পরস্পর স্বতন্ত্র, সজীব ও সচেতন পরমাণু বিশেষ। দ্রব্যের আত্ম-ক্রিয়াশীলতা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দ্রব্যসমূহ এক একটি বিশেষ বিশেষ বস্তু, একটি অপরকে বাদ দিয়েই স্বনির্ভরশীল শক্তিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। স্ব-নির্ভর আত্ম-সক্রিয়তা হল দ্রব্যের লক্ষণ; তাই বিশেষ বিশেষ বস্তু সসীম ও ক্ষুদ্র হলেও তাদের আত্ম-ক্রিয়াশীলতা থাকায় তারা এক একটি দ্রব্য।

লাইব্‌নিজ বলেন, দ্রব্য জড়াত্মক (material) নয়, কেননা জড়াত্মক বস্তু মাত্রই বিস্তৃতিসম্পন্ন (extended); সুতরাং যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তা বিভাজ্য (divisible)। এজন্য জড় পরমাণু পরম দ্রব্য বলে গণ্য হতে পারে না। অপরদিকে গাণিতিক বিন্দু (mathematical points) অবিভাজ্য বটে, কিন্তু তা দ্রব্য নয়, কারণ গাণিতিক বিন্দু কল্পনার বস্তু, বাস্তব নয়। সুতরাং একমাত্র সিদ্ধান্ত সম্ভব এই যে, **দ্রব্য মানসিক সত্তা বা আত্মাবিশেষ (Spiritual); এইরূপ তত্ত্বের নাম চিৎপরমাণু বা চেতন পরমাণু বা চিদনু (Monad)। তাঁর মতে, প্রত্যেকটি দ্রব্য অর্থাৎ চিৎপরমাণু (monad) হল স্বনির্ভর আত্মক্রিয়াশীল শক্তি।** লাইবনিজের মতে এই সরল অযৌগিক অসংখ্য মানসিক দ্রব্য জাগতিক বস্তুসমূহের পরমাণু বা মূল উপাদান বিশেষ।

লাইবনিজের মতে, চিৎপরমাণু (monad) হল বিস্তৃতিহীন, অবিনশ্বর ও গবাক্ষহীন তত্ত্বমূলক পরম সত্তা। অবিভাজ্য গাণিতিক বিন্দুর মত প্রত্যেকটি চিৎপরমাণু বিস্তৃতিহীন (unextended)। যখন আমরা চিরগতিশীল চিৎপরমাণুকে নিষ্ক্রিয় ও স্থির বলে ভ্রম করি, তখনই জড়, বিস্তৃতি বা দেশের (Space) ধারণা হয়। আমাদের মধ্যে বিশুদ্ধ চিন্তার সীমাবদ্ধতা হেতু আমরা জড় দ্রব্যকে বাস্তব বলে মনে করি। এই স্থিতিশীল জড় দ্রব্য হল প্রাথমিক বা মুখ্য জড় (Materia Prima), এগুলি অবভাস মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জড়, বিস্তৃতি বা দেশ চিৎপরমাণুর স্বরূপ লক্ষণ নয়। চিৎপরমাণু অবিভাজ্য ও অংশবিহীন মৌলিক সত্তা, যৌগিক পদার্থ নয়; এজন্য তার উৎপত্তিও নেই আবার বিনাশও নেই। তা নিত্য (eternal) ও অবিনশ্বর (immortal)। তৃতীয়তঃ, আত্মসক্রিয়তা চিৎপরমাণুর যেহেতু স্বকীয় ধর্ম সেহেতু তা ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন। লাইবনিজের মতে জগতে বহু বহু অর্থাৎ অনন্ত সংখ্যক ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট চিৎপরমাণু বিদ্যমান। চতুর্থতঃ চিৎপরমাণু বাহ্যিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; তা অন্যনিরপেক্ষ, আত্ম-কেন্দ্রিক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এজন্য তা গবাক্ষহীন; আপন স্বভাব অনুযায়ী তার নিজের সত্তায় পরিণাম ঘটে, আত্ম-বিকাশের জন্য তা অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে না। প্রত্যেক চিৎপরমাণুর মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। প্রত্যেক চিৎপরমাণু স্বকীয় শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য নিরন্তর সচেষ্ট। প্রত্যেক চিৎপরমাণু যেহেতু অজড়াত্মক একক স্বয়ংক্রিয় শক্তি সেহেতু নিজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি থেকেই তার বিকাশ ঘটে। সমগ্র বিশ্ব-জগৎই প্রত্যেকটি চিপরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত; আপন আপন আভ্যন্তরিক শক্তি অনুযায়ী চিৎপরমাণুগুলি জাগতিক বিষয়কে আপন আপন সত্তার মধ্যে চিত্রিত করে। কাজেই এক একটি চিৎপরমাণু যেন জগতের এক একটি ক্ষুদ্র চিত্র বা প্রতিরূপ (universe in miniature) অর্থাৎ প্রত্যেক চিৎপরমাণু বস্তুতঃ জগতের দর্পণ (mirror of the universe), অবশ্য তা জীবন্ত দর্পণ, কারণ তা স্বকীয় শক্তি দ্বারা নিজের মধ্যেই বস্তুর চিত্র উৎপাদন করে থাকে। চিৎপরমাণুগুলি এক একটি দ্বীপ সদৃশ বটে, কিন্তু তারা পরস্পর অপরিচিত নয়, বরং পরস্পর সম্পর্কিত। লাইবনিজের মতে, চিৎপরমাণুগুলি একদিকে যেমন সরল একক হিসাবে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং একটি অপরটির উপর ক্রিয়া করতে পারে না অপরদিকে আবার একটি অন্যগুলিকে প্রতিবিম্বিত করে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়।

যদিও সকল চিৎপরমাণুই একই জগৎকে নিজেদের মধ্যে চিত্রিত করে, যদিও সকল চিৎপরমাণুই সুস্পষ্টতর প্রতীতি লাভের জন্য সচেষ্ট এবং সর্বোত্তম পরিণতি লাভ সকলের আদর্শ, তবুও তাদের মধ্যে প্রতিফলন শক্তির মাত্রার পার্থক্য থাকায় তারা বিভিন্নভাবে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে জগৎকে প্রত্যক্ষ বা প্রকাশিত করে থাকে। চিৎপরমাণুসমূহ স্বরূপতঃ চেতনধর্মী হলেও চেতনা সকল চিৎপরমাণুর মধ্যে সমভাবে ব্যক্ত থাকে না। চেতনার প্রকাশের মাত্রা বিভিন্ন চিৎপরমাণুর মধ্যে বিভিন্ন। ধরনের, কারণ তাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। যে সকল

চিৎপরমাণু যত বেশী সক্রিয় তাদের প্রকাশ ক্ষমতা তত বেশী স্পষ্ট। যদিও পরস্পরের প্রতিচ্ছবি গ্রহণের ক্ষমতা চিৎপরমাণুগুলির মধ্যে বিদ্যমান তবুও সেই ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিভিন্ন। কোন কোন চিৎপরমাণুর মধ্যে প্রতিচ্ছবিগুলি স্পষ্ট আবার কোন কোনটির মধ্যে সেগুলি অস্পষ্ট; আবার এমন অনেক চিৎপরমাণু আছে যারা প্রতিচ্ছবিগুলি সম্বন্ধে মোটেই সচেতন নয় যদিও চৈতন্য সব মনাডের বা চিৎপরমাণুর ধর্ম। চেতনার প্রকাশের বা প্রতিচ্ছবি গ্রহণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে লাইবনিজ চারপ্রকার চিৎপরমাণুর উল্লেখ করেছেন—(১) আত্মসচেতন, (২) চেতন, (৩) অবচেতন ও (৪) নির্জ্ঞান। বিকাশের সর্বনিম্নস্তরে অর্থাৎ নির্জ্ঞান স্তরে ধাতবপদার্থ ও উদ্ভিদ অবস্থিত; এদের প্রতীতি অচেতন ও দুর্বোধ্য। এই ধাতব-পদার্থ জড় নয়, কারণ লাইবনিজ জড়ের সত্তা স্বীকার করেন না। ধাতব-পদার্থ হল চিদনুর নির্জ্ঞান অবস্থা। এদের উপরের স্তরে রয়েছে চেতন ইতরজীব-যারা অনুভূতি ও স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু 'আত্মসচেতন নয়। লাইবনিজ এদের আত্মা' আখ্যা দিয়েছেন। সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে আত্মসচেতন মানুষ—যাদের লাইবনিজ 'স্পিরিট মনাড' আখ্যা দিয়েছেন। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু। ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে চেতনা বিদ্যমান, তিনি পূর্ণরূপে আত্ম-সচেতন, বিশুদ্ধ পরমশক্তি। তাই, লাইবনিজের মতে, ঈশ্বর হলেন সকল চিৎপরমাণুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিৎপরমাণু (monad of all monads)। ঈশ্বরই সকল চিৎপরমাণু সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলা পূর্ব থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য—লাইবনিজের অধিবিদ্যা অর্থাৎ দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ মূলতঃ দুটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই দুটি মৌলিক নীতি হল—**(১) গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম (The Principle of the Identity of Indiscernibles) এবং (২) নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম (The law of continuity)**। (১) গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম অনুসারে যে কোন দুটি চিৎপরমাণু অবিকল এক ও অভিন্ন নয়। দুটি চিৎপরমাণুর মধ্যে কিছু না-কিছু গুণগত পার্থক্য থাকবেই। যদি রাম ও যদুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য না থাকত তাহলে ওরা দুটি পৃথক নামে একই ব্যক্তি হত। কিন্তু বস্তুতঃ দুটি চিৎপরমাণু বা বস্তুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে বলেই একটির দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অপরটির দ্বারা তা হয় না। বিভিন্ন চিৎপরমাণু জগৎকে তাদের শক্তির গুণগত প্রভেদ অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত করে। (২) নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম অনুসারে নিম্নতম চিৎপরমাণু থেকে উচ্চতম চিৎপরমাণু পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক ধারা বিদ্যমান, কোথাও কোন ছেদ বা ব্যবধান নেই (Nature never makes leaps)। এক বস্তু এবং তার পরবর্তী বস্তুর মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকলেও সেই প্রভেদ খুবই অল্প, বরং সাদৃশ্যই খুব বেশী। তাই একটির পর আর একটি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে যেমন পুনরাবৃত্তি নেই তেমনই বৈপরীত্যও নেই। প্রকৃতির ধারার

মধ্যে এক ক্রমিক নিরবচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিরবচ্ছিন্নতা নিয়মের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে লাইবনিজ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনাড ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন।

এক অর্থে গুণগত ভেদবর্জিত বস্তুদ্বয়ের অভিন্নতা নিয়ম এবং নিরবচ্ছিন্নতা নিয়ম—এই দুটি নিয়ম **পর্যাপ্তহেতু নীতি** (**Law of sfficient Reason**)-এর বিশেষ প্রয়োগ—একথা বলা যায়, কারণ পর্যাপ্তহেতু নীতির ফলস্বরূপ প্রত্যেক মনাড জগতের সুসংহত সমাবেশের অঙ্গ, তাই সম্পূর্ণতার সঙ্গে অর্থাৎ সমগ্রজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার একটা প্রবৃত্তি বা প্রবণতা প্রত্যেক মনাডের মধ্যেই থাকে। জগতের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমিক ধারার অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন মনাডের বিশেষ বিশেষ স্থান আছে—যাতে বিভিন্ন বস্তু নিষয়ের মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সংরক্ষিত থাকে।

সমালোচনা : (১) লাইব্‌নিজের চিৎপরমাণুবাদ (doctrine of monads) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর মতবাদ বহুতত্ত্ববাদের (pluralism) একটি প্রকারভেদ, কারণ তাঁর মতে, জগৎ চিৎপরমাণুরূপ অজস্র পরম দ্রব্য দ্বারা গঠিত। কিন্তু তাঁর দর্শন বহুতত্ত্ববাদের উপর ভিত্তি করে আরম্ভ হলেও অবশেষে বলেন যে, যাবতীয় চিৎপরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত। যদি চিৎপরমাণুসমূহ বস্তুতঃ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয় এবং যদি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঈশ্বর কর্তৃক পূর্ব থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা হলে তাদের প্রকৃতপক্ষে পরম দ্রব্য বা মৌলিক তত্ত্ব বলে গণ্য করা যায় না। লাইব্‌নিজ কর্তৃক প্রবর্তিত চিৎপরমাণুবাদ প্রকৃতপক্ষে বহুতত্ত্ববাদের প্রকারভেদ হতে পারে না ; তা মূলতঃ এক শ্রেণীর একত্ববাদ (monism), কারণ চিৎপরমাণুসমূহের সত্তা ঈশ্বরের মূল সত্তা থেকে নিঃসৃত এবং ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লাইব্‌নিজ পর্যাপ্ত হেতু নিয়মের উপর ভিত্তি করে আভ্যন্তরীণ বিরোধ-মুক্ত সর্বাপেক্ষা উত্তম এই জগতের আদি কারণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঈশ্বরই জগতের ঐক্য ও শৃঙ্খলা বিধায়ক। কিন্তু ঈশ্বর অসংখ্য পরস্পর নিরপেক্ষ চিৎপরমাণুর মধ্যে এক সুসংহত ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে পূর্বনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবাদ প্রবর্তন করেছিলেন তা একটি প্রকল্পমাত্র-যা প্রমাণসাপেক্ষ নয়। এক্ষেত্রে লাইবনিজ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদকে পোষণ করেন মাত্র এবং ঈশ্বরের অসীমত্বকে সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। লাইব্‌নিজ ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন তা হল নিছক বাহির থেকে আরোপিত ঐক্য, তা কিন্তু জাগতিক বস্তু নিচয়ের আভ্যন্তরিক অঙ্গাঙ্গি ঐক্য নয়। তাই লাইবনিজের মতবাদে যে একত্ববাদ লক্ষিত হয় তা অনেকটা কৃত্রিম ও অসংহত, তা প্রকৃতপক্ষে হেগেলের প্রদর্শিত বস্তুগত ভাববাদ বা বিশিষ্টৈকত্ববাদ (concrete monism)-এর তুল্য নয়। হেগেলের এই বিশিষ্টৈকত্ববাদই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতবাদ—যে মতানুসারে এক ও বহু-উভয় সত্তার মধ্যে আঙ্গিক ও আন্তর সম্পর্ক বিদ্যমান, বহু ঐক্যেরই বিকাশ, বৈচিত্র্যময় জগৎ পরমতত্ত্ব ঈশ্বরের বাস্তব রূপ বা অভিব্যক্তি।

(২) লাইবনিজের মতে চিৎপরমাণু গবাক্ষহীন, তাই বহির্জগতের দ্বারা তা প্রভাবিত হয় না এবং বহির্জগৎকেও তা প্রভাবিত করতে পারে না। এই মতকে আমাদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কখনও সমর্থন করতে পারে না, কারণ ব্যক্তি ও বহির্জগতের মধ্যে অহরহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে। আমাদের নূতন নূতন সংবেদন, অনুভূতি ও ধারণা আমাদের মনের উপর বহির্জগতের সরাসরি প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়। চিৎপরমাণুর স্বকীয় ক্রিয়াশক্তির দ্বারা মনের মধ্যে জগতের প্রতিফলন ঘটে অর্থাৎ মনই হল যাবতীয় সংবেদন, অনুভূতি ও ধারণার উৎস—লাইবনিজের এই মতবাদ দুর্বোধ্য, কারণ এই প্রতিফলন জগতের বাস্তব প্রতিচ্ছবি না নিছক কল্পনা বা স্বপ্ন তা স্থির করা কঠিন।

(৩) লাইবনিজ যখন বলেন—ঈশ্বর যাবতীয় চিৎপরমাণু সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন, সেক্ষেত্র কিন্তু মানবাত্মার স্বনির্ভরতা ও ইচ্ছা-স্বাধীনতা অর্থহীন হয় এবং আত্মসচেতন জীবেরা জগতের যান্ত্রিক নিয়মের বশীভূত হয়ে পড়ে।

(৪) পরিশেষে, লাইবনিজের চিৎপরমাণুবাদ দেশে অবস্থিত জড়বস্তুসমূহের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় এবং এগুলিকে মানসিক দ্রব্যরূপে গণ্য করায় সর্ব-মনবাদ (Pan-psychism)-এ পরিণত হয়েছে। লাইবনিজ বলেন—অচেতন চিৎপরমাণু (যাকে আমরা জড়দ্রব্য বলি) সচেতন চিৎপরমাণুর ন্যায় অনুভূতি-শক্তিসম্পন্ন। একথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শক্তি দ্রব্যের ধর্ম হতে পারে ; তাই ব'লে সবশক্তিই মানসিক, আধ্যাত্মিক, অ-জড় হবে তা আমাদের অভিজ্ঞতা সমর্থন করে না। মন ও জড়—উভয়কে স্বীকার ক'রে তাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি ও অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ প্রদর্শন করাই হল দার্শনিকের সঠিক কাজ। লাইবনিজ কিন্তু এ ব্যাপারে বিফল হয়েছেন।